Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্ত প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা পৌষ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 17th Dec. 1958 { ৩১শ সংখ্যা

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৮৮০ শকাব্দ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

দূরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা পৌষ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

মড়া-লিষ্ট্ ও "মরালিষ্ট্"
(MORALIST)

—০—

মড়া মানে মৃত, "লিষ্ট্" মানে তালিকা, ইংরাজী শব্দ মরালিষ্ট্" (MORALIST) মানে নীতি শাস্ত্রবিদ্ ও নৈতিক চরিত্রবান্। "মরালিষ্ট্" (Moralist) আজকাল মড়া অর্থাৎ যাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন বা জীবন্ত হইলেও অতি দীন ব্যক্তিকেও বুঝায়।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা দৃষ্টি একটি খুব হৃদয়গ্রাহী সংবাদ দিয়াছেন। যাহা অতীতকালে মনুষ্য-পদ-বাচ্য ব্যক্তির মধ্যে সদা-সর্ব্বদাই দেখা যাইত। বর্ত্তমানকালে দুর্নীতি-পরায়ণ লোকই বেশী দেখা যায়। যে মানুষ অপরাধীর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, তিনিও উৎকোচ, ডালি, উপঢৌকনাদি লইয়া এই কালকে কলিযুগ বলিয়া দোষারোপ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

কলিযুগ সম্বন্ধে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কবি মহাত্মা তুলসী দাস যে সব সুন্দর সুন্দর দোঁহা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার কয়েকটি পাঠক-গণকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। এইগুলির বঙ্গানুবাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সবগুলি সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত :—

(১)

সাচ্ কহেতো মারে লাঠ্ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়;
গোরস (দুধ) গলি গলি ফিরে
সুরা বৈঠল্ বিকায়।

চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি;
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে ঔর হাঁসি।

(২)

গোওয়া দোকে কুত্তা পালে
ওস্‌কি বাছুরা ভুখা,
শালেকো উত্তম খিলাওয়ে
বাপ না পাওয়ে রুখা।
ঘরকা বহুরী পীরিত না পাওয়ে
চিত্ চোরাওয়ে দাসী
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে ঔর হাঁসি।

(৩)

ধরম করম সব দূর গিয়া হ্যায়
পাপ হুয়া হ্যায় ভারী
গুরুকো হুকুম রদ হুয়া হ্যায়
জরুকা হুকুম জারী।
বাপ হুয়া হ্যায় গোলাম বরাবর
মা হুয়া হ্যায় দাসী
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে ঔর হাঁসি।

'দৃষ্টি' পত্রিকা হইতে হুবহু সংবাদটি নিম্নে ছাপাইয়া দিলাম।

বৈষ্ণবের আদর্শনিষ্ঠা

গত ২৪শে কার্ত্তিক চাকতেঁতুল নিবাসী শ্রীদেবেন্দ্র-নাথ ঘোষের বাটীতে বাঁকুড়া জেলায় লাহিড়ীবাঁধ নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিলে গৃহস্বামীর কন্যা ভিক্ষার চাউলের সহিত চাউলের হাঁড়িতে রক্ষিত একটি ৩৷৷০ ভরির সোনার হারও দিয়া দেয়। রাত্রে হারের খোঁজ হইলে বোঝা যায় উহা ভিক্ষার চাউলের সহিত বৈষ্ণবকে দেওয়া হইয়াছে। পরে ৩-৪ জন ব্যক্তি দামোদর পার হইয়া বৈষ্ণবের বাটী গিয়া এই ঘটনা জানায়। বৈষ্ণব এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁহার স্ত্রী সানন্দে হারগাছি মালিককে ফেরত দেন। মালিক তাঁহাদিগকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলে তাঁহারা তাহা প্রত্যাখান করেন এবং সেবার প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের দরজা হইতে মাগিয়া আনিবেন বলিয়া জানান। ভিক্ষুক ও ভিক্ষুক-পত্নীর এই নির্লোভ ব্যবহারে এতদঞ্চলের জনসাধারণ মুগ্ধ হইয়াছেন।

আমরা এই ভিখারী ও ভিখারী-পত্নীর প্রতি তথাকথিত আভিজাত্য সম্পন্ন উপরিখোর বাবু ও তাঁহাদের ভক্তগণের পূত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি—সকলে স্ব স্ব প্রবৃত্তির সহিত ইঁহাদের ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখুন। বলিতে বাধ্য হইবেন—

ভিখারী দেখিলে ধনী দাম্ভিক
প্রায় সবে করে ঘৃণা—
এদের দেখিলে মনে মনে হয়
শিব দুর্গা এরা কি না?

দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে—

মহাদেব ভিক্ষা করে,
অন্নপূর্ণা তাঁর ঘরে,
ক্ষুধাতুর গেলে অন্ন পায়।
গিয়া দেখ ইন্দ্রপুরে,
না খেয়ে আসিবে ঘুরে,
ইন্দ্রালয়ে অন্নদান নাই।

—০—

বিশ্বের সর্ব্ববৃদ্ধ মানুষ

তেহরাণ—ইরাণের ইস্পাহান প্রদেশের অন্তর্গত ফেরেউদানের নিকটবর্তী কোলু সু গ্রামে সৈয়দ আলি সালেহী নামক এক ব্যক্তি আছে, যাহাকে বিশ্বের সর্ব্ববৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া দাবী করা হইতেছে। ইহার বয়স নাকি ১৯৫ বৎসর। সালেহী একজন চাষী। তাহার দেহের দৈর্ঘ্য মোট ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি। সে কখনো মদ বা তামাক খায় নাই; জীবনে একবার মাত্র চায়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। সে এখনও ক্ষেত হইতে ফলমূল ও শস্য সংগ্রহের জন্য একটানা ১২ মাইল পথ হাঁটিয়া থাকে। 'যুগান্তর'

ধান্য-উৎপাদকের লাইসেন্স

১৯৫৭ সালের পশ্চিম বঙ্গ ধান্য ও চাউল নিয়ন্ত্রণ আদেশাধীন নির্দ্দিষ্ট এলাকা বহির্ভূত স্থানের মধ্যে

যে কোন উৎপাদক ১০০ মণের অধিক ধান্য মজুত রাখিবেন বা এককালীন বিক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে উক্ত নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী "বি (১)" ফরমে লাইসেন্স লইতে হইবে। যাঁহারা ১০০ মণের অধিক ধান্য নিজ ব্যবহারের জন্য মজুত রাখিবেন তাঁহাদিগকেও ঐ ধান্য বিক্রয়ের জন্য নহে বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে নচেৎ তাঁহারাও লাইসেন্সের আওতায় আসিবেন। উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ আদেশাধীন এলাকার উৎপাদকগণ এককালীন ১০ মণের অধিক ধান্য মজুত রাখিলে বা বিক্রয় করিলে উল্লিখিত ফরমে অনুরূপ লাইসেন্স লইতে হইবে। ঐ প্রকার লাইসেন্স লইতে হইলে "এ (১)" ফরমে তিন টাকা মূল্যের নন্‌জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পসহ সংশ্লিষ্ট মহকুমা নিয়ামকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

—প্রেসনোট

কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের জন্য সরকারী ঋণ

১৯৩১ সালের বঙ্গীয় শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের নূতন সর্ত্তানুসারে প্রত্যেক জেলা শাসক তাঁর নিজের এলাকার মধ্যে শিল্প পর্ষৎ বা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়াই ২৫০০৲ (আড়াই হাজার টাকা) পর্য্যন্ত ঋণ দিতে পারিবেন, অবশ্য তিনি যদি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে আবেদনকারীরা প্রকৃতই কুটির শিল্প বা ছোট শিল্পের মালিক ও যথাযোগ্য জামিন দিতে সমর্থ। —প্রেসনোট

১০০০৲ (এক হাজার টাকা) পর্য্যন্ত ঋণ

আবেদনকারীরা কুটির শিল্প ও ছোট ছোট শিল্পে যদি পূর্ব্ব থেকেই নিযুক্ত থাকেন তাহলে তাঁরা নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে একটি সাধারণ ব্যক্তিগত মুচলেকা দিলেই জেলা শাসক তাঁর নিজ এলাকার মধ্যে ১০০০৲ (এক হাজার টাকা) পর্য্যন্ত বিশেষ এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র ঋণ কোন একটি ক্ষেত্রে দিতে পারেন।

—প্রেসনোট

নূতন শিল্প কারখানার জন্য ঋণ

নূতন শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠার জন্য জেলা শাসক কোন একটি ক্ষেত্রে ২৫০০৲ (আড়াই হাজার) টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দিতে পারবেন, অবশ্য আবেদনকারী যদি যথাযোগ্য জামিন দিতে সমর্থ হন, এই সকল ঋণের জন্য আবেদন পত্র জেলা শাসকের দপ্তরে ও অন্যান্য খুঁটিনাটী অনুসন্ধান জেলার শিল্প অধিকারীদের দপ্তরে (১৩৪নং বহরমপুর মেন রোড) করা যাইতে পারে।

—প্রেসনোট

ধান্য ও চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ

১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উৎপাদনকারী, পাইকার ও খুচরা বিক্রেতাগণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ধান্য ও চাউলের জন্য যে মূল্য লইতে পারিবেন উহা নির্দ্ধারণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অত্যাবশ্যক গণ্য আইন মতে একটি মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত বর্ত্তমান মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ঐ সঙ্গে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে প্রত্যাহৃত হইবে। বিভিন্ন এলাকায় ১লা জানুয়ারী (১৯৫৯) হইতে ধান্য ও চাউলের যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইবে তৎসূচক এক বিবৃতি এই সঙ্গে দেওয়া হইল। (চাউলের বেলায় উৎপাদনকারী বলিতে চাউলকলগুলিকেও বুঝাইবে।)

আভ্যন্তরীণ সংগ্রহকার্য

সরকার আগামী বৎসর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সমুদয় চাউল কলের শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদনের উপর লেভি প্রথার দ্বারা সংগ্রহকার্য চালু রাখিতে ইচ্ছা করেন। বহুল উৎপাদনকারী বা ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ধান্য ও চাউল অধিগ্রহণের রিকুইজিসন আবশ্যক হইলে উহাও অত্যাবশ্যক গণ্য আইনের বিধানানুসারে কার্যকরী করা যাইবে। মুনাফাবাজীনিরোধী বিলে এরূপ কোন বিধান নাই। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জন্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ধান্য এবং চাউলের জন্য সর্ব্বোচ্চ মূল্য ধার্য্য করা হইবে।

মজুত বিরোধী ব্যবস্থা

ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্যের প্রত্যাশায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক মজুতদারি সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অত্যাবশ্যক গণ্য আইন মতে, যখন যেরূপ আবশ্যক মজুতদারদের সংভার অধিগ্রহণ করিবেন।

(অবশিষ্টাংশ আগামী সপ্তাহে বাহির হইবে)

বিনা লাইসেন্সে
বন্ধকী কারবারের জন্য দণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী শ্রীশম্ভুনাথ পণ্ডিত (কুম্ভকার) বিনা লাইসেন্সে বন্ধকী কারবার করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের প্রথম শ্রেণীর বিচারক শ্রীশান্তিপ্রসাদ গাঙ্গুলী মহাশয় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৪৫৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। পুলিশ কর্ত্তৃক আটক করা বন্ধকী জিনিষ অভিযুক্ত ব্যক্তি ফেরত পাইয়াছে।

রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজার

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীকৃপাল সিংহ ও বিভাগীয় অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারিগণ স্পেশাল ট্রেণযোগে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে আগমন করেন। রঘুনাথগঞ্জের কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে গিয়া ষ্টেশনে উঁচু প্লাটফরম, প্লাটফরমের উপর শেড, কলিকাতা যাতায়াতের জন্য দ্রুতগামী ট্রেণের ব্যবস্থা ও ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ রেলওয়ে রাস্তাটীর সংস্কারের জন্য বলেন। তিনি কেবলমাত্র রাস্তা মেরামত করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় এখন সম্ভব নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের আয় বৃদ্ধি না হইলে ঐ সব কাজ করা সম্ভব হইবে না

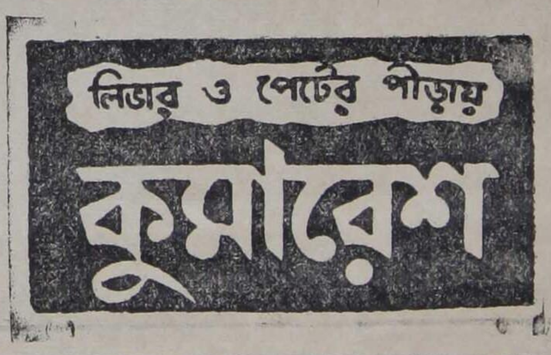

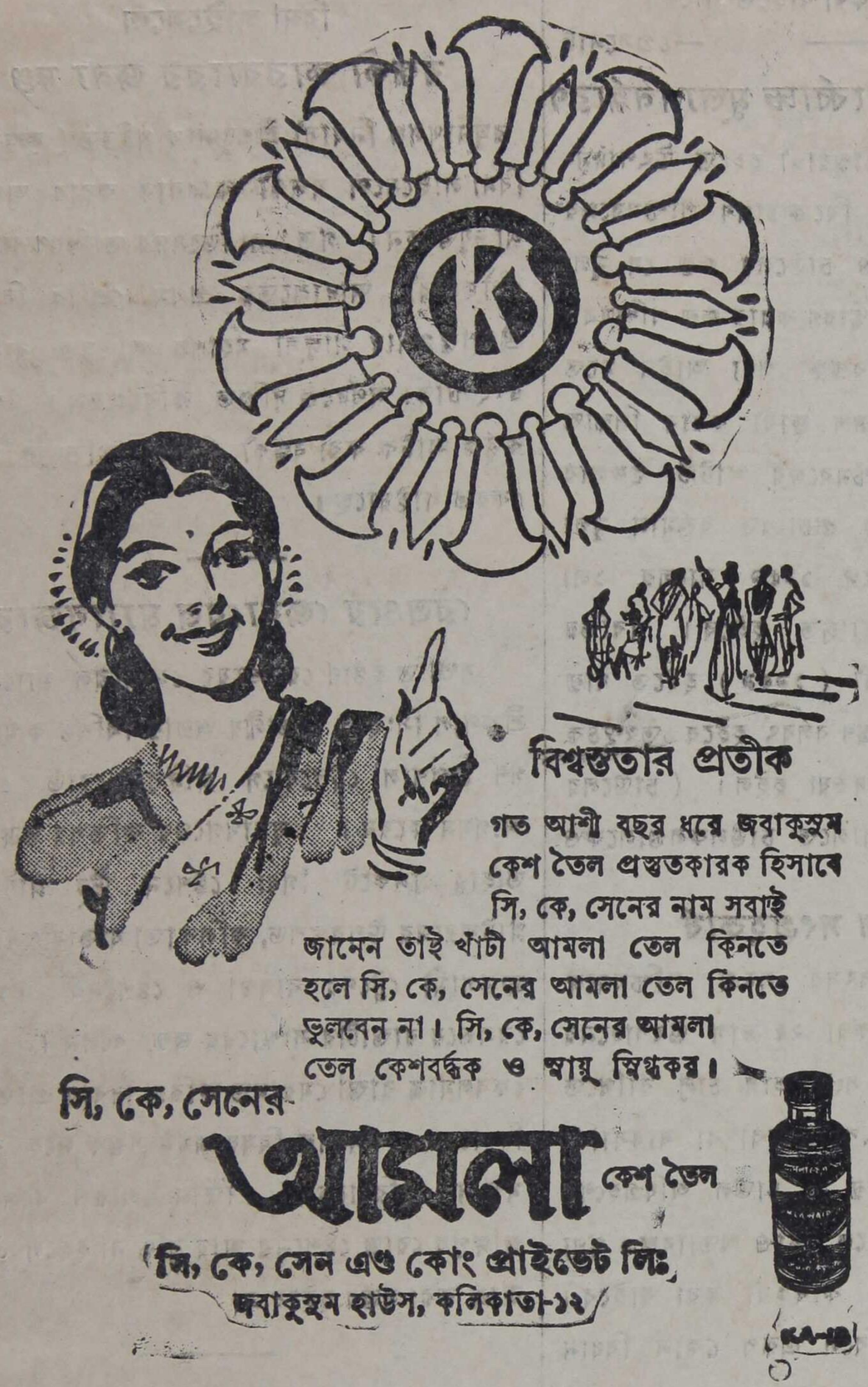

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট. কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিভেসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত